জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলক সংস্করণ

শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ
ড. আবদুল আলীম তালুকদার
মো. শাহরিয়ার শফিক
মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ
জয়নব আরা বেগম

সমন্বয়ক:
আশরাফুর রহমান খান

শিল্প নির্দেশনা:
হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ

চিত্রাঙ্কন

গ্রাফিক ডিজাইন
মোঃ আব্দুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ও বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌঁছে দিতে সক্ষম একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সক্রিয়শিখন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। নিজ ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে বাস্তব জীবন সংশ্লিষ্ট নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পাঠ-সংশ্লিষ্ট শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়ণ নির্দেশনা এবং সাধারণ নির্দেশনা সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপন কৌশলের সঙ্গে সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন- এমনটাই প্রত্যাশা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এটি রচনা যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্ত পরিমার্জন ও সমন্বয় থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। শিক্ষক সহায়িকার পরীক্ষামূলক সংস্করণে অনাকাঙ্খিত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। শিক্ষক সহায়িকার ত্রুটি সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনে সম্মানিত শিক্ষকগণের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমরা সব সময়ই প্রত্যাশা করি।

যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক সহায়িকা রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা আগের চেয়ে আরো শিক্ষার্থী-বান্ধব এবং অনুসন্ধানমূলক শিখনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নের বিষয়গুলো বিচার-বিশ্লেষণ করবেন।

১. প্রতিটি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বিবেচনা করবেন।

৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

৬. সম্ভব হলে শিক্ষক পাঠের সময় সহায়িকার প্রতি পাঠে বর্ণিত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।

৭. পাঠ-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-
    - কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।
    - শিক্ষার্থী কাজটি করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
    - পাঠ-সংশ্লিষ্ট হাতে-কলমে কাজসমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করবেন।
    - যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিবেন।
    - শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ ভুল ধারণা/ অসম্পূর্ণ ধারণা/ প্রয়াসের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
    - একক/ দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবেন।

৮. শিক্ষন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৯. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুনমূল্যায়ন করবেন।

১০. শিক্ষক পাঠদানের সময় আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary Method) অনুসরণ করে [যেমন-শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] এক বিষয়ের যোগ্যতার সাথে অন্যান্য বিষয়ের যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১১. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পাঠের সময় বিভাজনে যথাযথ পরিকল্পনা করার চেষ্টা করবেন।

১৩. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ছাড়াও অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১ - ২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	নবি, রাসূল ও মহানবি (স.) এর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ	২৯ - ৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন	৩৫ - ৪০
চতুর্থ অধ্যায়	ধর্মীয় সম্প্রীতি	৪১ - ৫১
পঞ্চম অধ্যায়	মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা	৫২ - ৫৬

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারা।
১.২ মহান আল্লাহকে ভালোবেসে ইবাদত অনুশীলন করতে পারা।
১.৩ কুরআন মজিদ সহীহ্ করে তিলাওয়াত করতে পারা।
১.৪ আসমানি কিতাব সম্পর্কে জেনে জীবন নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

সেশন বিভাজন: ১১

পাঠ - ১

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব

বিষয়বস্তু: আমাদের পৃথিবী. . . . . ইবাদাত অনুশীলন করব। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১-৪)

সেশন- ০১

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে এমন কোনো উদ্যান বা কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে নিয়ে যাবেন যেখান থেকে সহজেই আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। শ্রেণীকক্ষের বাইরে যাওয়া সম্ভব না হলে তিনি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ, মাটি, পানি, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। যেমন–

- তোমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জীবজগতে কী কী সৃষ্টি রয়েছে?
- কে এসব সৃষ্টি করেছেন বলে তোমাদের মনে হয়?
- পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। কে এসব নির্দিষ্ট নিয়মের নিয়ন্ত্রণকর্তা বলে তোমাদের মনে হয়?

লক্ষণীয় যে, শ্রেণিতে কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে তার পক্ষে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় শিক্ষক তাকে অন্য একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে জোড়ায় কাজ করতে দিবেন যাতে সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণের বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে পারে। উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। কোনো শিক্ষার্থী না পারলে শিক্ষক উত্তর বলে না দিয়ে তাকে সহপাঠীদের সহায়তা নিতে বলবেন। সে যেন কোনোভাবেই নিজেকে অবহেলিত, কম মেধাসম্পন্ন বা পিছিয়ে পড়া মনে না করে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর প্রদান করার পরে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক তাদেরকে প্রশংসা করবেন ও ধন্যবাদ দিবেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিজগৎ ও মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষক কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা চিন্তাভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ০১-০৩) পড়তে বলবেন। তিনি সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে প্রকৃতি, জীবজগৎ, নির্দিষ্ট নিয়মে ঋতুর পরিবর্তন, পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের আবর্তনের ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এমন কোন কোন সৃষ্টি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারে সে সম্পর্কে বলবে। শিক্ষক নিম্নের প্রশ্ন করে এ সম্পর্কে বলতে বলবেন-

- নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এমন কোন কোন সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করলে তোমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারো?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, তোমরা ৫-৭ সেকেন্ড চিন্তা করে উত্তর দাও।

শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন। ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

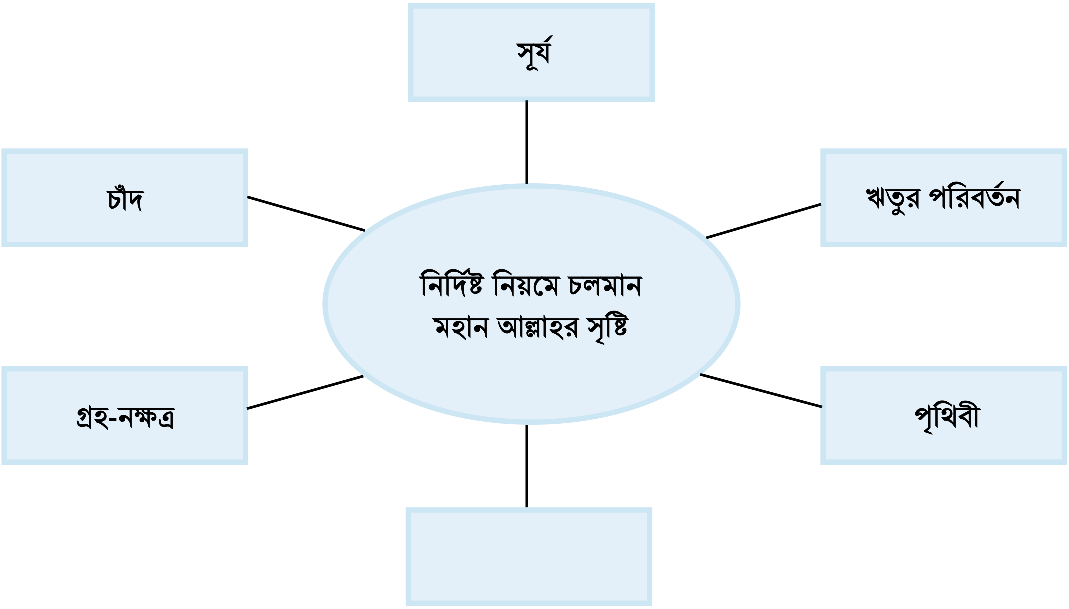

লক্ষণীয় যে, উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। কোনো শিক্ষার্থী না পারলে তিনি উত্তর বলে না দিয়ে তাকে সহপাঠীদের সহায়তা নিতে বলবেন। সে যেন কোনোভাবেই নিজেকে অবহেলিত, কম মেধাসম্পন্ন বা পিছিয়ে পড়া মনে না করে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।

অবশেষে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ-এর নির্দিষ্ট নিয়মে চলার দৃশ্যের ভূমিকাভিনয় করবে। প্রত্যেক দলে একজন সূর্যের ভূমিকাভিনয় করবে এবং অন্যজন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তনের ভূমিকাভিনয় করবে। অন্যদলে একজন পৃথিবীর ভূমিকাভিনয় করবে এবং অন্যজন পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তনের ভূমিকাভিনয় করবে। একদল ভূমিকাভিনয় করবে এবং অন্যদল পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

পাঠ- ২

ইমান-এর পরিচয় ও ইমানে মুজমাল

বিষয়বস্তু: ইমান আরবি শব্দ। এর অর্থ... .. .. .. তাঁর ইবাদাত করেন। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৫-৭)

সেশন- ০২

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

শিক্ষক ইমান-এর পরিচয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির পাশাপাশি সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভিডিও প্রর্দশন করতে পারেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী আলেমগণের কাছ থেকে ইমান সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করতে পারেন। ইমান সম্পর্কে চিন্তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। যেমন–

- ইমান কী?
- আল্লাহর ওপর ইমান আনা সম্পর্কে তোমরা কী কী জানো?
- আল্লাহর ওপর ইমান আনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- ইমান-এর মূল বিষয়গুলো কী?

এরপর শিক্ষার্থীরা ইমান-এর পরিচয় ও মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে শিক্ষক সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে, কোন উত্তরটি ভুল বলেছে ও আরও কী কী উত্তর দেওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে এবং দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে সবার তথ্য একত্র করে প্রশ্নগুলোর একটি সমন্বিত উত্তর তৈরি করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

ইমান-এর পরিচয় ও মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সমন্বিত উত্তরের সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক তাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ০৫) পড়তে বলবেন। তিনি সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে ইমান-এর পরিচয় ও এর মূল বিষয় লেখা পোস্টার/ছবি/ভিডিও এবং ইমানে মুজমালের অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ লেখা পোস্টার প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে পারেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইমান-এর মূল বিষয় সম্পর্কে বলতে বলবেন। শিক্ষক নিম্নের প্রশ্ন করে এ সম্পর্কে বলতে বলবেন–

- ইমান-এর মূল বিষয়সমূহ কী?

উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করতে বলবেন।

শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন। ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

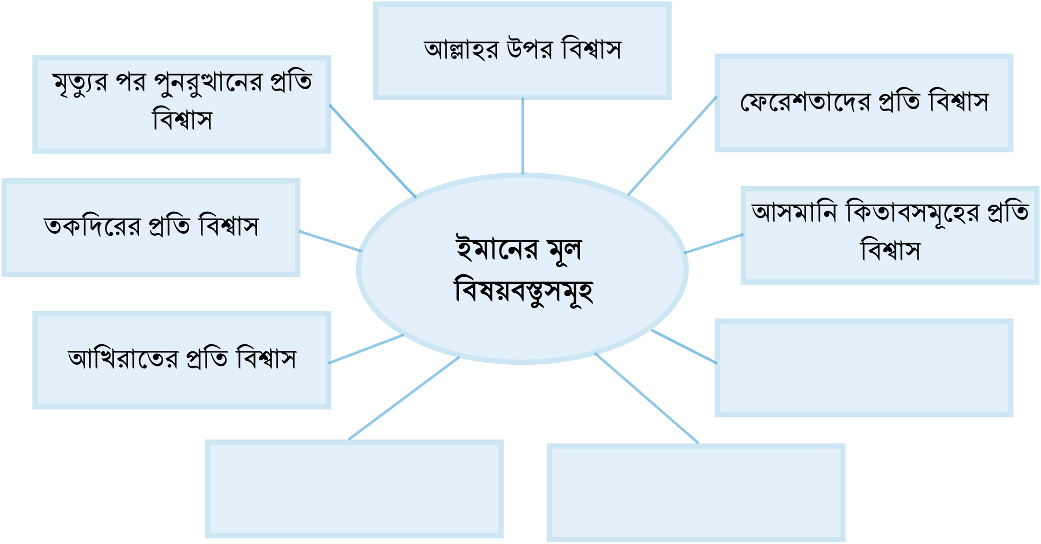

শিক্ষক নিজে ইমানে মুজমাল কয়েকবার অর্থসহ সঠিক উচ্চারণে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে পড়বে। এভাবে ইমানে মুজমাল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে সরবে ইমানে মুজমাল পাঠের অনুশীলন করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

পাঠ- ৩

ইবাদাতের পরিচয় ও ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা: মহান আল্লাহকে ভালোবেসে ইবাদাত অনুশীলন করতে পারা।

বিষয়বস্তু: প্রতিদিন আমাদের চারপাশের মসজিদ ...... প্রাপ্য গরিবের হক। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৭-৮)

সেশন-০৩

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইবাদাত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে যে কোনো একটি ইবাদাত অনুশীলন করে দেখাতে বলতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের আশপাশের মানুষের ইবাদাত দেখেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে তারা কে কীভাবে ইবাদাত করে সে সম্পর্কে বলতে বলবেন। তারা তাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কী কী ইবাদাত করতে দেখেছে সে সর্ম্পকেও বর্ণনা করতে বলবেন। যেমন-

- মহান আল্লাহর ইবাদাত সম্পর্কে তোমরা কী জানো?
- তোমরা প্রতিদিন কোন কোন ইবাদাত করে থাকো?
- তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কোন কোন ইবাদাত করতে দেখেছ?
- কোন কাজগুলোকে ইবাদাত মনে করো?
- ইসলামের মৌলিক ইবাদাতগুলো কী?

শিক্ষার্থীরা ইবাদাত-এর পরিচয় ও ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে শিক্ষক সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে ও কোন উত্তরটি ভুল বলেছে এবং আরও কোন কোন কাজ ইবাদাত হতে পারে তা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো কাজকে যদি ইবাদাত হিসেবে গণ্য করে অথচ তা ইসলামি পরিভাষায় ইবাদত নয় তাহলে সেটি কেন ইবাদাত নয় শিক্ষক তা শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক ইবাদাত সম্পর্কে তাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ০৭-০৮) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে ইবাদাত-এর পরিচয় ও ইসলামের মৌলিক ইবাদাত লেখা পোস্টার/ ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করতে পারেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব কাজই ইবাদাত। এমনকি তাদের খাওয়া, লেখাপড়া, ঘুমানো ইত্যাদি কাজও ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

শিক্ষক নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) সঠিক ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করতে বলবেন।

বিষয়বস্তু	ইসলামের মৌলিক ইবাদাত	ইসলামের মৌলিক ইবাদাত নয়
ইমান	✓	
সত্য বলা		
দান করা		✓
জাকাত দেয়া	✓	
হজ্জ করা	✓	
খাওয়াদাওয়া		✓
ঘুমানো		✓
সালাত	✓	
সাওম	✓	
লেখাপড়া		✓

পরিশেষে শিক্ষার্থীরা ইবাদাত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু শিখেছে সেগুলো নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের জন্য একটি অনুষ্ঠান করবে। এই অনুষ্ঠানে কেউ একটি সূরা পাঠ করতে পারবে, কেউ বা হামদ-নাত গাইতে পারবে আবার কেউ কেউ ওযু, গোসল, তায়াম্মুম এবং সালাত আদায়ের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে পারবে।

পাঠ- ৪

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

বিষয়বস্তু: মহান আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য ...... পবিত্রতা হলো নামাজের চাবি। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১০-১১)

সেশন- ০৪

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য ওযু ও গোসল অনুশীলনের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলতে পারেন। যদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা ওযু ও গোসল অনুশীলন করানো সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে সঠিক নিয়মে ওযু ও গোসল করার ভূমিকাভিনয় করে তাদের দেখাতে পারেন। সেটিও সম্ভব না হলে তিনি ওযু ও গোসল করার ছবি/ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তারা কে কীভাবে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে সে সম্পর্কেও বলতে বলবেন। তারা তাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কী কী উপায়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে দেখেছে সে সম্পর্কেও বর্ণনা করতে বলতে পারেন। যেমন–

- তোমরা প্রতিদিন কোন কোন উপায়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে থাক?
- তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কোন কোন উপায়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে দেখেছ?

শিক্ষার্থীরা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষক কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে ও কোন উত্তরটি ভুল বলেছে এবং আরও কোন কোন উপায়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যেতে পারে সে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সবার তথ্য একত্র করে প্রশ্নগুলোর একটি সমন্বিত উত্তর তৈরি করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য আলোচনা করে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে বলতে বলবেন। যেমন–

- ওযু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো কী?

উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করতে বলবেন।

শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন। ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

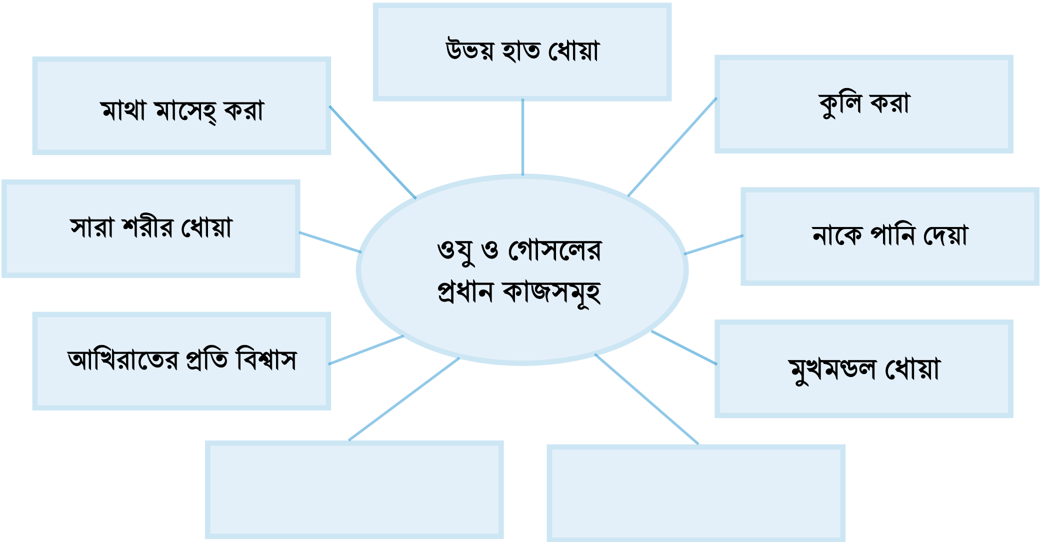

এরপর শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের কাজগুলোর মধ্যে ওযু ও গোসলের প্রধান কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে আলাদা করতে বলবেন। পরে কাজটি দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন। কাজগুলো হলোঃ

(১) উভয় হাত ধোয়া (২) কুলি করা (৩) নাকে পানি দেয়া (৪) মুখমণ্ডল ধোয়া (৫) মাথা মাসেহ্ করা (৬) উভয় পা ধোয়া (৭) সারা শরীর ধোয়া।

পরিশেষে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক নিয়মে ওযু ও গোসল করার ভূমিকাভিনয় করবে।

পাঠ- ৫

সালাতের গুরুত্ব ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম

বিষয়বস্তু: নিচের চিত্রটি দেখি। চিত্রে ছেলে... .. .. সালাত অনুশীলন করব। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৩-১৪)

সেশন-০৫

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

শিক্ষার্থীদের সালাত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কতটা রয়েছে তা তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে পারেন। যেমন–

- তোমরা কখনো নিজেরা সালাত আদায় করেছ?
- তোমরা কাউকে সালাত আদায় করতে দেখেছ?
- সালাতের মধ্যে কী কী কাজ করতে হয়?
- দিনে কয়বার সালাত আদায় করতে হয়?
- সালাত আদায় করলে কী কী সুফল লাভ হয়?

শিক্ষার্থীরা সালাত সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে শিক্ষক এরপর সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে ও কোন উত্তরটি ভুল বলেছে সে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১৩-১৪) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সালাত আদায় করার ছবি/ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সালাত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন। সালাত যে ইসলামের একটি প্রধান ইবাদত তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন। তিনি তাদেরকে সালাত অনুশীলন করে দেখাতে বলতে পারেন। যদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সালাত অনুশীলন করানো সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করার ভূমিকাভিনয় করে তাদের দেখাতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ৫টি বাক্যের একটি তালিকা তৈরি করবে। শিক্ষক এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

পাঠ- ৬

সানা ও তাসবিহ্

বিষয়বস্তু: সালাত আদায় করার ...... পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৫)

সেশন-০৬

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সালাতের সানা ও তাসবিহ্ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তিনি শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন যে, সালাত আদায়কালে অনেকগুলো দু'আ ও তাসবিহ্ পড়তে হয়। সেগুলো সালাতের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় সঠিক উচ্চারণে পড়তে হয়। শিক্ষক সম্ভব হলে পোস্টার বা ভিডিওতে সালাতের কিছু দু'আ যেমন- সানা, রুকু ও সিজদাহর তাসবিহ্ বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রদর্শন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজে সালাতে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে সানা, রুকু ও সিজদার তাসবিহ্ সরবে উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন।
এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে সালাতের কী কী দু'আ তারা জানে সে সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

- তোমরা নিজেরা সালাতে দু'আ পড়েছ?
- পড়ে থাকলে কোন কোন দু'আ পড়েছ?
- সালাতে কাউকে দু'আ পড়তে দেখেছ?
- রুকু ও সিজদাহ্ করার সময় তোমরা যে সকল তাসবিহ্ পড় সেগুলো কী?

শিক্ষার্থীরা সালাতের সানা ও তাসবিহ সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে শিক্ষক সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে ও কোন উত্তরটি ভুল বলেছে সে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সবার তথ্য একত্র করে প্রশ্নগুলোর একটি সমন্বিত উত্তর তৈরি করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১৩-১৪) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের উত্তরের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার ও অন্য ডিজিটাল কনটেন্ট দেখে সালাতের সানা ও তাসবিহ্ শ্রেণিতে সরবে পাঠ করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিবেন। একদল সানা, রুকু ও সিজদার তাসবিহ্ আরবিতে সরবে বলবে এবং অন্যদল সেগুলোর অর্থ সরবে বলবে। শিক্ষার্থীরা সালাত আদায়ের ভূমিকাভিনয় করে সালাতের সানা ও তাসবিহ্ সঠিক নিয়ম ও উচ্চারণে পড়ে প্রদর্শন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

পাঠ- ৭
সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস

বিষয়বস্তু: সূরা আল-ফালাকের আরবি ও বাংলা উচ্চারণ। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ১৭)

সেশন-০৭

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তিনি শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন যে, সালাত আদায়কালে কিছু সূরা ও আয়াত তিলাওয়াত করতে হয়। সেগুলো সালাতের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় সঠিক উচ্চারণে পড়তে হয়। তিনি পোস্টার বা ভিডিওতে সালাতের কিছু সূরা যেমন- সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রদর্শন করবেন।

এরপর তিনি শিক্ষার্থীরা কোন কোন সূরা তিলাওয়াত করতে জানে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

- তোমরা নিজেরা সালাতে সূরা পড়েছ?
- পড়ে থাকলে কোন কোন সূরা পড়েছ?
- সালাতে কাউকে সূরা পড়তে শুনেছ?
- যে সকল সূরা পড়েছ সেগুলোর নাম কি?

শিক্ষার্থীরা সূরা সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে তা সঠিক নাকি ভুল তা নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে দলে একটি সমন্বিত উত্তর তৈরি করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১৭-১৯) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের উত্তরের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার ও অন্য ডিজিটাল কনটেন্ট দেখে সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস বাংলা অর্থসহ শ্রেণিতে সরবে পাঠ করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজে সালাতে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস সরবে উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলের কাজ নির্দিষ্ট করে দিবেন। একদল সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস সরবে বলবে এবং অন্যদল সেগুলোর অর্থ সরবে বলবে। শিক্ষার্থীরা সালাত আদায়ের ভূমিকাভিনয় করে সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস সঠিক নিয়ম ও উচ্চারণে পড়ে প্রদর্শন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

পাঠ- ৮

কুরআন তিলাওয়াত ও আরবি বর্ণমালার পরিচয়

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা: কুরআন মজিদ সহীহ্ করে তিলাওয়াত করতে পারা।

সেশন-০৮

বিষয়বস্তু: আরবি বর্ণমালা ‘আলিফ’ থেকে ‘রা’ পর্যন্ত। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২১-২৬)

শিক্ষক এ পাঠটি ৩টি সেশনে পরিচালনা করবেন। ১ম সেশনে তিনি শিক্ষার্থীদের আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের পর প্রথম ১৫টি বর্ণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনে সহায়তা প্রদান করবেন।

১ম সেশন:

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তিনি শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন যে, কুরআন তিলাওয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় বলে সঠিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত শেখা উচিত। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা শেখায় যে অনেক ফযিলত রয়েছে সে সম্পর্কেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন। শিক্ষক আরও বলবেন, কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য আরবি বর্ণমালা জানা প্রয়োজন। সম্ভব হলে আরবি বর্ণগুলো বাংলা উচ্চারণসহ পোস্টার বা ভিডিও প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করে আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানবেন। যেমন–

- তোমরা কি কখনো আরবি বর্ণমালা পড়েছ?
- পড়ে থাকলে আরবি বর্ণগুলোর নাম বলতে পারবে?
- দু’একটি বর্ণ সঠিক উচ্চারণে বলতে পারবে?

শিক্ষার্থীরা আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে যে উত্তর দিয়েছে তাতে কোন বর্ণ সম্পর্কে সঠিক বলেছে ও কোন বর্ণ সম্পর্কে ভুল বলেছে সে বিষয়ে দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং সঠিকভাবে আরবি বর্ণমালা শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজে বর্ণগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করে শোনাবেন।

শিক্ষক নিম্নোক্ত দুটি সেশনে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১৭-১৯) পড়তে বলবেন।

আরবিতে মোট ২৯টি হরফ বা বর্ণ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই সেশনে নিম্নোক্ত ১৫টি বর্ণ সঠিক উচ্চারণসহ শিখবে।

হরফ নম্বর	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
১	ا	আলিফ
২	ب	বা
৩	ت	তা
৪	ث	ছা
৫	ج	জিম
৬	ح	হা
৭	خ	খা
৮	د	দাল

হরফ নম্বর	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
৯	ذ	যাল
১০	ر	রা
১১	ز	যা
১২	س	ছিন
১৩	ش	শীন
১৪	ص	ছোয়াদ
১৫	ض	দোয়াদ

অধিবেশনের শেষে ১৫টি আরবি বর্ণ এলোমেলোভাবে লেখা একটি চার্ট/পোস্টারে প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে দিবেন।

ض	ز	ج	ذ	ش
ا	ب	ص	ح	ت
خ	س	د	ر	ث

সেশন-০৯

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন। এই সেশনে শিক্ষক প্রথমে পূর্ববর্তী সেশনের পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে ১৫টি আরবি বর্ণমালার ধারণা সম্পর্কে তাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা যাচাই করবেন।

অতঃপর নিম্নোক্ত ১৪টি বর্ণ সঠিক উচ্চারণসহ শিখতে সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বর্ণগুলোর সঠিক উচ্চারণ সরবে বার বার অনুশীলন করতে সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বর্ণগুলোর অনুশীলন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

হরফ নম্বর	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
১৬	ط	ত্বোয়া
১৭	ظ	যোয়া
১৮	ع	আইন
১৯	غ	গাইন
২০	ف	ফা
২১	ق	ক্বাফ
২২	ك	কাফ

হরফ নম্বর	হরফ	বাংলা উচ্চারণ
২৩	ل	লাম
২৪	م	মিম
২৫	ن	নূন
২৬	و	ওয়াও
২৭	ه	হা
২৮	ء	হামযা
২৯	ي	ইয়া

নুকতাযুক্ত বর্ণ ও নুকতাবিহীন বর্ণ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন যে, আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে ১৫টি নুকতাযুক্ত। আরবি হরফের নিচে বা উপরে ফোঁটা থাকে। এই ফোঁটাকে নুকতা বলে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনে ভিডিও/ পোস্টার পেপার ব্যবহার করতে পারেন।

অতঃপর তিনি শিক্ষার্থীদেরকে নুকতাযুক্ত বর্ণগুলো সঠিক উচ্চারণ সরবে বারবার অনুশীলন করতে সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বর্ণগুলোর অনুশীলন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

নুকতার স্থান (নিচে/উপরে)	হরফের সংখ্যা	নুকতাযুক্ত হরফ
নিচে এক নুকতা	২টি	ج ب
উপরে এক নুকতা	৮টি	خ ذ ز ظ غ ف ض ن
নিচে দুই নুকতা	১টি	ي
উপরে দুই নুকতা	২টি	ق ت
উপরে তিন নুকতা	২টি	ش ث

নুকতাবিহীন বর্ণ

এই সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আরও অবহিত করবেন যে, আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে ১৪টি হরফে কোনো নুকতা নেই। অতঃপর নিম্নোক্ত ১৪টি নুকতাবিহীন বর্ণ সঠিক উচ্চারণ সরবে বারবার অনুশীলন করতে সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বর্ণগুলোর অনুশীলন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

ط	ص	س	ر	د	ح	ا
ء	ه	و	م	ل	ك	ع

সেশন-১০

পূর্ববর্তী সেশন দু'টিতে শিক্ষার্থীরা আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে যে ধারণা অর্জন করেছে তার আলোকে এ সেশনে বিভিন্ন কাজের অনুশীলন করবে।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।
এরপর তিনি পূর্ববর্তী সেশনের বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা যাচাই করবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত কাজগুলোর অনুশীলন করতে বলবেন। তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

১. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে চার্টে দেয়া বর্ণগুলোর বাংলা উচ্চারণ লিখে বর্ণ শনাক্ত করবে।

হরফ	বাংলা উচ্চারণ
م	
ب	
غ	
ف	
ج	
ن	
خ	
ك	
ذ	
ض	

হরফ	বাংলা উচ্চারণ
ط	
ظ	
ع	
ث	
ص	
ق	
ز	
ل	
ي	
ش	

২. শিক্ষার্থীরা খালি ঘরে সঠিক বর্ণ বসিয়ে ঘরগুলো পূরণ করবে।

ح		ث		ب	ا
س		ر	ذ		خ
ع	ظ		ض		ش
م		ك	ق		غ
ي			ه		ن

৩. এলোমেলোভাবে লেখা নিচের বর্ণগুলোকে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লিখবে।

ح	ل	ه	ص	ز	ك
س	ب	ن	ذ	ء	م
ث	ظ	ف	ض	ج	ي
ر	خ	ا	ق	ط	غ
ش		د	ع	و	ت

৪. শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে আরবি বর্ণমালা থেকে নুকতাযুক্ত ও নুকতাবিহীন বর্ণগুলো আলাদা করে সরবে উচ্চারণ করবে।

পাঠ–৯
হরকত

বিষয়বস্তু: পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ২৪

সেশন-১১
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হরকত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তিনি শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন যে, কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য হরকত সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তিনি শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন যে, হরকত হলো এক ধরনের চিহ্ন। আরবি হরফের সঙ্গে এসব চিহ্ন যুক্ত করে পড়তে হয়। শিক্ষক প্রয়োজনে পোস্টার বা ভিডিওতে আরবি হরকতগুলো উচ্চারণসহ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করবেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করে আরবি হরকতগুলো সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানবেন। যেমন–
- আরবি বর্ণমালায় হরকত বলতে কী বোঝ?
- হরকত কয়টি ও কী কী?

শিক্ষার্থীরা হরকত সম্পর্কে যে উত্তর দিয়েছে তা সঠিক নাকি ভুল বলেছে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে হরকত সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ২৪) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের পূর্বজ্ঞানের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে হরকত শেখার জন্য পোস্টার/ডিজিটাল কনটেন্ট অথবা নিজেদের পিতামাতা বা পরিচিত অন্য কারো সহায়তা নিতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন, আরবি ভাষায় হরকত তিনটি। যথা–
যবর ـَ , যের ـِ , পেশ ـُ

তিনি আরও বলবেন–

১. হরফের উপর যবর (ـَ) হলে আ-কার হয়। যেমন–

نَ	مَ	هَ	لَ	قَ	فَ	عَ	صَ	سَ	رَ	دَ	جَ	تَ	أَ
না	মা	হা	লা	ক্বা	ফা	আ	সা	সা	রা	দা	জা	তা	আ

২. হরফের নিচে যের (ـِ) হলে ই-কার হয়। যেমন–

نِ	مِ	هِ	لِ	قِ	فِ	عِ	صِ	سِ	رِ	دِ	جِ	تِ	إِ
নি	মি	হি	লি	ক্বি	ফি	ই	সি	সি	রি	দি	জি	তি	ই

৩. হরফের উপর পেশ (ـُ) হলে উ-কার হয়। যেমন–

نُ	مُ	هُ	لُ	قُ	فُ	عُ	صُ	سُ	رُ	دُ	جُ	تُ	أُ
নু	মু	হু	লু	ক্বু	ফু	উ	সু	সু	রু	দু	জু	তু	উ

শিক্ষার্থীরা হরকত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে ধারণা অর্জন করেছে তার আলোকে নিম্নোক্ত কাজগুলোর অনুশীলন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

১. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে যবরযুক্ত (ـَ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখবে।

دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
طَ	ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ
			ىَ	ءَ	هَ	وَ	نَ

শিক্ষার্থীরা হরকত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে ধারণা অর্জন করেছে তার আলোকে নিম্নোক্ত কাজগুলোর অনুশীলন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

২. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে যেরযুক্ত (ـِ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখবে।

دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
طِ	ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ
			يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ

৩. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে পেশযুক্ত (ـُ) হরফের নিচের চার্ট দেখে হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ খালি ঘরে লিখবে।

دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ	عُ	ظ
			ىُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

৪. শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে একই হরফে তিনটি হরকত যের, যবর ও পেশ দিয়ে (َ , ِ , ُ) উচ্চারণের অনুশীলন করবে।

أَِ ُ بَِ ُ تَِ ُ ثَِ ُ جَِ ُ حَِ ُ خَِ ُ دَِ ُ ذَِ ُ رَِ ُ زَِ ُ سَِ ُ شَِ ُ صَِ ُ ضَِ ُ طَِ ُ ظَِ ُ

عَِ ُ غَِ ُ فَِ ُ قَِ ُ كَِ ُ لَِ ُ مَِ ُ نَِ ُ وَِ ُ هَِ ُ ءَِ ُ يَِ ُ

পাঠ– ১০
আসমানি কিতাব

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা: আসমানি কিতাব সম্পর্কে জেনে জীবন পরিচালনা করার নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

বিষয়বস্তু: মহান আল্লাহ পৃথিবীতে--------- তাঁরই বিধিবিধান ছিল। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ২৬)

সেশন-১২

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

শিক্ষক আসমানি কিতাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব–অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির পাশাপাশি সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী আলেমগণের কাছ থেকে আসমানি কিতাব সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করতে পারেন। আসমানি কিতাব সম্পর্কে চিন্তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। যেমন–

- আসমানি কিতাব বলতে কী বুঝানো হয়?
- আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি কেন বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে?
- আসমানি কিতাবসমূহের মূল প্রতিপাদ্য কী?

শিক্ষার্থীরা আসমানি কিতাব সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে ও কোন উত্তরটি ভুল বলেছে এবং আরও কী কী উত্তর হতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

আসমানি কিতাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উত্তর ও আলোচনার সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক তাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং-২৬) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে আসমানি কিতাব সম্পর্কে লেখা পোস্টার/ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য আলোচনা-পর্যালোচনা করে আসমানি কিতাবের পরিচয়, সংখ্যা, নবি/রাসুলগণের নাম, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণ, আসমানি কিতাবসমূহের মূল প্রতিপাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত মিলকরণটি খাতায় করবে।

নবি-রাসুলগণের নাম	আসমানি কিতাবের নাম
হযরত মুহাম্মদ (স.)	যাবুর
হযরত মুসা (আ.)	ইঞ্জিল
হযরত ঈসা (আ.)	তাওরাত
হযরত দাউদ (আ.)	কুরআন

পরিশেষে শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী প্রধান রাসুল, তাঁদের উপর নাযিল হওয়া আসমানি কিতাব এবং উক্ত কিতাবসমূহে প্রদত্ত জীবন নির্দেশনা সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পাঠ- ১১
পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান

বিষয়বস্তু: আল-কুরআন আমাদের পবিত্র ...... ইবাদাত অনুশীলন করব। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং - ২৮)

সেশন- ১৩
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

শিক্ষক পবিত্র কুরআন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির পাশাপাশি সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী আলেমগণের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করতে পারেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। যেমন–

- আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
- এটি কোন নবির ওপর নাযিল হয়েছে?
- এ গ্রন্থ কাদের জন্য নাযিল হয়েছে?

এরপর শিক্ষক পবিত্র কুরআন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যে সকল উত্তর দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন উত্তরটি সঠিক বলেছে ও কোন উত্তরটি ভুল বলেছে এবং আরও কী কী উত্তর হতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উত্তর ও আলোচনার সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক তাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। তারা এ বিষয়ে তাদের পরিবারের সদস্য, পাড়া-প্রতিবেশী বা পরিচিত অন্য কারো কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ২৬) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে লেখা পোস্টার/ ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা পূর্বের দলে পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে পবিত্র কুরআনের পরিচয়, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার গুরুত্ব এবং এতে বর্ণিত জীবন বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

পরিশেষে শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জীবন নির্দেশনা অনুসরণ করে কী কী কাজ করবে সে সম্পর্কে দলগতভাবে একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.১ সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে ইমান/বিশ্বাস সুদৃঢ় করতে পারা।	**08.03.01.01** শিক্ষার্থী সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পারছে।	শিক্ষার্থী নিজের শিখন পরিবেশে সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী যে কোন পরিবেশে সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও ইমান প্রকাশ করতে পেরেছে।	প্রথম অধ্যায়ের পাঠ-১ ও পাঠ-২ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় প্রকৃতির এমন সৃষ্টির তালিকা তৈরি, ইমানে মুজমাল পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণা ও ইমান উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় প্রকৃতির এমন সৃষ্টির তালিকা তৈরি, ইমানে মুজমাল সঠিকভাবে পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণা ও ইমান উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় প্রকৃতির এমন সৃষ্টির তালিকা তৈরি ও সঠিক উচ্চারণে, অর্থ বুঝে ইমানে মুজমাল পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণা ও ইমান উপস্থাপন করেছে।	

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.২ মহান আল্লাহকে ভালোবেসে ইবাদাত অনুশীলন করতে পারা।	08.03.01.09 শিক্ষার্থী ইবাদাত অনুশীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার পক্ষে সম্ভবপর ইবাদাত অনুশীলন করছে।	শিক্ষার্থী ইবাদাতের তাৎপর্য অনুধাবন করে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের সহায়তায় ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী ইবাদাতের তাৎপর্য অনুধাবন করে শিখন পরিবেশে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী ইবাদাতের তাৎপর্য অনুধাবন করে যেকোনো পরিবেশে নিজে নিজে যথাযথভাবে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	প্রথম অধ্যায়ের পাঠ-৩, পাঠ-৪ পাঠ-৫, পাঠ-৬ ও পাঠ-৭ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পবিত্রতা অর্জন, সালাত আদায়, সানা, রুকু-সিজদার তাসবিহ,সুরা আল-ফালাক ও সুরা আন-নাস পাঠ করে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পবিত্রতা অর্জন, সালাত আদায়, সানা, রুকু-সিজদার তাসবিহ,সুরা আল-ফালাক ও সুরা আন-নাস পাঠ করে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	শিক্ষার্থী যেকোনো পরিবেশে পবিত্রতা অর্জন, সালাত আদায়, সানা, রুকু-সিজদার তাসবিহ,সুরা আল-ফালাক ও সুরা আন-নাস পাঠ করে ইবাদাত অনুশীলন করেছে।	

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.৩ কুরআন মজিদ সহীহ্ করে তিলাওয়াত করতে পারা।	08.03.01.08 শিক্ষার্থী আরবি বর্ণ সঠিক উচ্চারণসহ শনাক্ত করতে পারছে।	শিক্ষার্থী অন্যের সহায়তায় আরবি বর্ণ সঠিক উচ্চারণসহ শনাক্ত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী নিজে নিজে আরবি বর্ণ সঠিক উচ্চারণসহ শনাক্ত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী নিজে নিজে হরকতবিহীন/ হরকতযুক্ত আরবি বর্ণ সঠিক উচ্চারণসহ শনাক্ত করতে পেরেছে।	প্রথম অধ্যায়ের পাঠ-৮ ও পাঠ-৯ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী অন্যের সহায়তায় পাঠ্যপুস্তক/ পোস্টার / ভিডিও-অডিও/ চার্ট বা অন্য উৎস থেকে শুনে/দেখে আরবি বর্ণমালা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী অন্যের সহায়তা ব্যতীত পাঠ্যপুস্তক/ পোস্টার / ভিডিও-অডিও/ চার্ট বা অন্য উৎস থেকে শুনে/দেখে আরবি বর্ণমালা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী অন্যের সহায়তা ব্যতীত পাঠ্যপুস্তক/ পোস্টার / ভিডিও-অডিও/ চার্ট বা অন্য উৎস থেকে শুনে/দেখে হরকতবিহীন/ হরকতযুক্ত আরবি বর্ণমালা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছে।	

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
১.৪ আসমানী কিতাব সম্পর্কে জেনে জীবন নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।	08.03.01.05 শিক্ষার্থী আসমানি কিতাবের পরিচয় জেনে আল-কোরআনে বর্ণিত জীবন নির্দেশনার গুরুত্ব উপলদ্ধি করে নিজ জীবনে অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভবপর আল-কোরআনে বর্ণিত জীবন নির্দেশনা শিখন পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভবপর আল-কোরআনে বর্ণিত জীবন নির্দেশনা নিকট পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভবপর আল-কোরআনে বর্ণিত জীবন নির্দেশনা যেকোনো পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	প্রথম অধ্যায়ের পাঠ-১০ ও পাঠ-১১ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে আসমানি কিতাবের ধারণা ও জীবন নির্দেশনাগুলো তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী আসমানি কিতাবের ধারণা ও জীবন নির্দেশনাগুলো আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আসমানি কিতাবের ধারণা ও জীবন নির্দেশনাগুলো কীভাবে চর্চা করা যায় তা আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে।	

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি, রাসুল ও মহানবি (সা.) -এর সাহাবিগণের জীবনচরিত অনুসরণ

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
২	১	৭

যোগ্যতা: হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ অনুসরণ করা।

সেশন	অভিজ্ঞতা	বিবরণ
১টি সেশন	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা	শিক্ষার্থীদের দেখা একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবনী আলোচনার মাধ্যমে জীবনাদর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ
১টি সেশন	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ	শিক্ষার্থীদের দেখা একজন আদর্শ ব্যক্তির জীবনী আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে জীবনাদর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ
৩টি সেশন	বিমূর্ত ধারণায়ন	ইসলামের আলোকে আদর্শবানদের জীবনী আলোচনা ও তাদের আদর্শসমূহ শনাক্তকরণ
২টি সেশন	সক্রিয় পরীক্ষণ	জীবনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিজের জীবনে চর্চা

সেশন- ১
আমার দেখা আদর্শ মানুষ

প্রথমে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলুন, আজকের পাঠে আমরা আদর্শ মানুষ সম্পর্কে জানব। এরপর জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের জীবনে দেখা সবচেয়ে আদর্শ বা ভালো মানুষ কে/কারা? কোন কাজ/গুণাবলির জন্য তাকে/তাদেরকে তোমাদের ভালো মানুষ মনে হয়।

এবিষয়ে চিন্তা ও কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে সদস্য সংখ্যা হবে ৪-৫ জন। দলে কাজ করার জন্য ৮-১০ মিনিট সময় দিন। এক্ষেত্রে তারা তাদের খাতায় যেসব বিষয় লিখবে তা হলো :

- তাদের দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষের নাম ও পরিচয়
- তাদের ভালো মানুষ মনে হবার কারণ

শিক্ষার্থীরা লেখার সময় ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখুন। কারও বুঝতে সমস্যা হলে বা কারও অন্য কোন সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন। এছাড়া দেখুন সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজটি করছে কিনা, সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজটি করছে কি না? সকল দলের লেখা শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের লেখা উপস্থাপন করতে বলুন। সকলকে নির্দেশনা দিন যে, একদল যখন তাদের লেখা উপস্থাপন করবে তখন অন্য সবাই তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। উপস্থাপিত বিষয়ে কারো কোনো মতামত থাকলে তাও দিতে বলুন। দলগুলো উপস্থাপনের সময় লক্ষ রাখুন, অন্যরা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিনা। কেউ অমনোযোগী হলে তাকে উপস্থাপনের বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে পাঠে আলোচনায় ফিরিয়ে আনুন। উপস্থাপনের সময় অন্য দলের সদস্যদের প্রশ্ন করতে বা মতামত প্রদান করতে উৎসাহিত করুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপনের পর হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন। সকলের উপস্থাপন শেষ হলে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সেশন-২
আদর্শ মানুষের চারিত্রিক গুণাবলি আলোচনা

এবার শিক্ষার্থীদের পূর্বে করা বিভিন্ন দলের তালিকাগুলো নিয়ে সবাইকে একত্রে বসতে বলুন। এই তালিকাগুলো একত্র করে দলের সবাই মিলে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ভালো মানুষের গুণ/কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে। যদি কোনো গুণ/কাজের কথা একাধিকবার আসে তাহলে সেটি কেবল একবার লিখতে বলুন।

তালিকা তৈরি করার জন্য পোস্টার পেপার ও মার্কার দিন। তবে পোস্টার পেপারে লিখতে অসুবিধা হলে শিক্ষার্থীরা তাদের খাতাও ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষক পরবর্তী সময়ে খাতায় করা তালিকাটি ব্যবহার করে একটি পোস্টার তৈরি করবেন। কাজটি করার জন্য ১০-১৫ মিনিট সময় দিন। দলগত কাজের সময় ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখুন। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা লক্ষ করুন। কেউ অমনোযোগী বা নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে মনোযোগী হতে এবং অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন। তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন। এরপর তৈরি করা পোস্টারটি শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে দিন এবং ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সেশন-৩
ইসলামের আলোকে আদর্শবানদের জীবন আলোচনা

এই অংশে হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং হজরত আবু বকর (রা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। এজন্য পাঠ্যবই ও অন্যান্য সহায়ক উৎস ব্যবহার করবেন। এক্ষেত্রে তারা কী কী ভালো কাজ করতেন এবং তাদের কোন কোন গুণ শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তা পাঠে উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠ উপস্থাপনের সময় পূর্বে প্রস্তুত করা তালিকাটি সামনে রাখুন। এরপর হজরত মুহাম্মদ (স.) ও হজরত আবু বকর (রা.) এই দুজনের মধ্যে যখন যার জীবনী আলোচনা করবেন তখন তার কাজ ও গুণাবলির সঙ্গে তালিকার কাজ/ গুণগুলো মিলিয়ে আলোচনা করুন।

এই অংশের ১ম সেশনটি হবে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও জীবনাদর্শ বিষয়ে, ২য় সেশনটি হবে হজরত আবু বকর (রা.)-এর পরিচয় ও জীবনাদর্শ বিষয়ে এবং ৩য় সেশনটি হবে হজরত মুহাম্মদ (স.) ও হজরত আবু বকর (রা.)-এর অনুসরণীয় জীবনাদর্শ চিহ্নিতকরণ বিষয়ে।

সেশন-৪
মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও জীবনাদর্শ

এ পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও জীবনাদর্শ আলোচনা করবেন। এজন্য শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন এবং কাজ সম্পর্কে জানবে। এ সময় শিক্ষক হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর চরিত্র, তার কাজ ও গুণাবলি পড়তে এবং সেখান থেকে অনুসরণীয় কাজ ও গুণগুলো চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পড়ার সময় ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। পাঠ্যপুস্তক পাঠ ও গুণাবলি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এই সেশনটি সমাপ্ত হবে।

সেশন-৫
হজরত আবু বকর (রা.)-এর পরিচয় ও জীবনাদর্শ

এ পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে হজরত আবু বকর (রা.)-এর পরিচয় ও জীবনাদর্শ আলোচনা করবেন। এজন্য শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে হজরত আবু বকর (রা.)-এর জীবন এবং কাজ সম্পর্কে জানবে। এ সময় শিক্ষক হজরত আবু বকর (রা.)-এর চরিত্র, তাঁর কাজ ও গুণাবলির বিষয়গুলো পড়তে এবং সেখান থেকে অনুসরণীয় কাজ ও গুণগুলো চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পড়ার সময় ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। পাঠ্যপুস্তক পাঠ ও গুণাবলি চিহ্নিতকরণের পর পাঠ্যপুস্তকের ৩৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত খ-অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে দেয়া যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে এই সেশনটি সমাপ্ত হবে।

সেশন-৬
হজরত মুহাম্মদ (স.) ও হজরত আবু বকর (রা.)-এর অনুসরণীয় জীবনাদর্শের তালিকা প্রস্তুত

এই পাঠে শিক্ষক বলবেন, পূর্বের সেশনে আমরা হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও কাজ সম্পর্কে জেনেছি এবং সেগুলো চিহ্নিত করেছি। এবার পূর্বের দুটি সেশনে চিহ্নিত করা হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং হজরত আবু বকর (রা.)

-এর চিহ্নিত কাজ ও গুণাবলির আলোকে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। তালিকাটি তারা দলে করবে। এজন্য ৫-৬ জন করে দলে ভাগ করে দিন। দলগত কাজটির জন্য ১২-১৫ মিনিট সময় দিন। এসময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলকে হযরত মুহাম্মদ (স.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের আলোকে তাদের করা অনুসরণীয় কাজ ও গুণাবলির তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। এজন্য প্রতিটি দলকে ৩-৪ মিনিট সময় দিন। তালিকা উপস্থাপনের সময় যদি এই তালিকার কোনো বিষয়ে পূর্বে টাঙানো পোস্টারের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে সেটি মিলিয়ে দেখান। যেমন- যদি নতুন তৈরি করা তালিকায় থাকে 'ছোটো-বড়ো সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা', আবার ক্লাসে টাঙানো পোস্টারেও যদি থাকে 'সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা' তাহলে বলুন, দেখো তোমাদের তৈরি করা পোস্টারেও এই গুণটির কথা উল্লেখ ছিল।

এভাবে প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষ হলে তাদের উপস্থাপিত তালিকার সঙ্গে পোস্টারে লেখা কাজ ও গুণাবলির তালিকাটি মিলিয়ে দেখান। যেসব শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়নি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন বা পরবর্তী পাঠের শুরুতে ফিডব্যাক দিয়ে পাঠ শুরু করুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন।

সেশন ৭
অনুকরণীয় জীবনাদর্শ চর্চা

পূর্বের সেশনে তৈরি করা তালিকাগুলো একত্র করুন। এবার শিক্ষার্থীদের এই তালিকাগুলো থেকে সম্মিলিতভাবে আদর্শ কাজ ও গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। এজন্য ৮-১০ মিনিট সময় দিন। তালিকা তৈরি হয়ে গেলে তা পোস্টার/বোর্ডে লিখে শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে দিন।

এরপর শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে কমপক্ষে একটি করে কাজ/গুণাবলি নির্বাচন করতে বলুন, যা সে নিজের জীবনে চর্চা করবে। এই কাজ/গুণটি তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখে নিতে বলুন। এরপর সুযোগ থাকলে সেই কাজ/গুণটি ক্লাসে তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে অনুশীলন করতে বলুন। প্রয়োজনে ক্লাসের বাইরে বা স্কুলের আশপাশে নিয়ে যেতে পারেন।

যদি তখনই অনুশীলনের সুযোগ না থাকে তাহলে তা খাতায় একটি পৃষ্ঠায় তুলে নিতে বলুন এবং সে পরবর্তী সময়ে কীভাবে এটি অনুশীলন করেছে তাও লিখে রাখতে বলুন। তখন তাদের বলুন যে, আপনি এক সপ্তাহ পর খাতাটি দেখবেন এবং অনুশীলন করতে পেরেছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন। যেসব শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়নি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন বা পরবর্তী পাঠের শুরুতে ফিডব্যাক দিয়ে পাঠ শুরু করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো নিয়মিত যাচাই করুন এবং সেসব কাজ/গুণাবলি অনুশীলন করার কথা তা লিখে ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে বা খেলার মাঠে অনুশীলন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন। এছাড়া এ বিষয়ে সম্পূরক মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
২.১ হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ অনুসরণ করা।	08.03.01.03 শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাঁর জীবনাচরণ অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাঁর জীবনাচরণ শিখন পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাঁর জীবনাচরণ নিকট পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাঁর জীবনাচরণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুসরণ করেছে।	দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেশন-১,২,৩ ও ৪ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও আদর্শের তালিকা তৈরিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও আদর্শগুলো কীভাবে নিজ জীবনে চর্চা করা যায় তা ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
২.১ হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ অনুসরণ করা।	08.03.01.02 শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ অনুসরণ করছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ শিখন পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ নিকট পরিবেশে অনুসরণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর তাঁর সাহাবিগণের জীবনযাপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনাচরণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুসরণ করেছে।	দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেশন-৫,৬ ও ৭ এর কাজগুলো
			যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে		
		শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের জীবন ও আদর্শের তালিকা তৈরিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।	শিক্ষার্থী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবিগণের জীবন ও আদর্শগুলো কীভাবে নিজ জীবনে চর্চা করা যায় তা ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছে।	

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
৩	১	৭

যোগ্যতাটি হলো-

নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

২টি সেশন	সক্রিয় পরীক্ষণ
শ্রেণিতে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির গাছ তৈরি করা।	
শ্রেণিতে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করা।	

১টি সেশন	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা জানা।	

৩টি সেশন	বিমূর্ত ধারণায়ন
শিক্ষার্থীদের উত্তর, আলোচনা ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি (সহমর্মিতা/উদারতা/দেশপ্রেম)সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।	

১টি সেশন	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
সমাজে মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও নতুন তথ্যের সমন্বয়ে আলোচনা ও দলে তালিকা তৈরি করা।	

সেশন-১
নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয়

সেশনের শুরুতেই শিক্ষক নিজে বিপদে পড়ার ভূমিকাভিনয় করবেন। শিক্ষকের এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা কেমন আচরণ করছে তা লক্ষ করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেউ যদি সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে তাহলে সে কী করে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি কেউ সহযোগিতা করে তাহলে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ আসনে গিয়ে বসতে বলবেন।
এরপর প্রশ্ন করবেন। যেমন–

- তোমরা/তুমি আমাকে কেন সাহায্য করলে?
- তুমি গতকাল সারা দিনে কী কী কাজ করেছ?
- তোমার কোনো বন্ধু বিপদে পড়লে তুমি কী করো?
- এর মধ্যে কোন কোন কাজ ভালো কাজ বলে তুমি মনে করো?

লক্ষণীয়: শিক্ষক প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে বের করে আনতে চেষ্টা করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।

তোমার দেখা একজন ভালো মানুষ সম্পর্কে লেখো। কেনো তোমার কাছে তাকে ভালো মানুষ বলে মনে হয় [১ মিনিট চিন্তা করে লিখবে] এরপর শিক্ষার্থীরা ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলবে [৩-৪ জন]। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

নির্দেশনা: শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্য ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করে আসবে।

সেশন-২
পূর্বের সেশনে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজের যে তালিকা তৈরি করেছে এবং পরিবার থেকে যে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছে তা দলে আলোচনা করে তারা মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণ চিহ্নিত করবে। শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিবেন।

লক্ষণীয়: দল গঠনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংমিশ্রণ থাকতে হবে। শ্রেণিতে কোনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে তাদেরকেও সব দলে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। দল গঠনের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদেরকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ দল গঠন এমন হতে হবে যেন লিঙ্গ, বর্ণ, সামাজিক অবস্থান, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে কোন শিক্ষার্থী অবহেলিত বোধ না করে।

আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষার্থীরা দলে মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণের তালিকা তৈরি করবে। শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা

শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে সকলের উদ্দেশে উপস্থাপন করবে। এই উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যেসব নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি তালিকায় উল্লেখ করেছে তা অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক জানতে পারবে যা পরবর্তী সময়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সকল দলের উপস্থাপিত তালিকাটি শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। যদি কোনো দল সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারে সেক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করবেন। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের মতামত নিবেন।

সেশন-৩
সহমর্মিতা

দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত সহমর্মিতা অংশটি পড়বে, বাকিরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যাচাই করবেন। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত সহমর্মিতা সম্পর্কিত নির্ধারিত পাঠ নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন। এরপর পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত বাম-ডান মিলকরণ কাজটি করতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি এককভাবে করার পর একে অন্যের কাজ মূল্যায়ন করবে।

আমাদের আশপাশে মানুষ, জীবজন্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে কী ধরনের সহমর্মিতামূলক কাজ করব তার একটি তালিকা তৈরি করো। [কাজটি জোড়ায় করবে] ।

শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের কাজ মূল্যায়ন করবে। যদি কোনো শিক্ষার্থী সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাকে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা দিবেন।

সেশন- ৪
উদারতা

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত উদারতা সম্পর্কিত পাঠটি সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন। এরপর দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত উদারতা অংশটি পড়বে, বাকিরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনযোগ যাচাই করবেন।

মহানবি (স.) ও সাহাবিদের উদারতার ঘটনা থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখলো তা নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। ২-৩ জনের নিকট থেকে শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে উদারতার গুণ অবলম্বন করে কী কী কাজ করবে তার একটি তালিকা করতে বলবেন।

দল নং-১	দল নং-২	দল নং-৩

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা

সকল দলের তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলে দলগুলো একে একে তাদের তালিকায় কী আছে তা শ্রেণিকক্ষে সকলের উদ্দেশে উপস্থাপন করবে। এই উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যেসব উদারতামূলক কাজ তালিকায় উল্লেখ করেছেন তা অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক জানতে পারবে যা উদারতা সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নে সহায়ক হবে। যদি কোনো দল সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা দিবেন।

সেশন- ৫

দেশপ্রেম

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত উদারতা সম্পর্কিত পাঠটি সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন। এরপর দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত উদারতা অংশটি পড়বে, বাকিরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যাচাই করবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে কাজটি একাকী খাতায় করবে। কাজটি শিক্ষার্থীরা একা একা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রশ্ন করবেন, দেশপ্রেম সম্পর্কিত আর কোনো গল্প তোমরা জানো কি? যদি জানে তাহলে দু'একজনের কাছে শুনবেন। এরপর ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের জন্য কী ধরনের কাজ করা যায় তা নিচের ছকে লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজটি দলে করবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন। কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে। যদি কোনো শিক্ষার্থী সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাকে

বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা দিবেন।

নির্দেশনা: শিক্ষক সেশন সমাপ্তির পূর্বে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন, এই পর্যন্ত তোমরা যেসব নৈতিক ও মানবিক গুণ সম্পর্কিত কাজের তালিকা করেছ সেগুলো দলীয়ভাবে ভূমিকাভিনয় করতে হবে। তারা চাইলে তাদের অভিভাবকদেরও সাথে আনতে পারবে।

সেশন- ৬

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় করার পরিবেশ তৈরি করবে। প্রয়োজনে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করবে। এরপর প্রতিটি দল তাদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা শেষে তা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করবে। সুপরামর্শ ও সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের কাজের উদ্দীপনা বাড়াবে।

সেশন- ৭

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কী ধরনের নৈতিক ও মানবিক গুণ চর্চা করব সেগুলো দিয়ে একটি নৈতিকতা ও মানবিকতার গাছ তৈরি করবে বড়ো দলে। পোস্টার, মার্কারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয়ে গাছটি তৈরি হবে। এরপর গাছটি শ্রেণিকক্ষের দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখবে।

চিত্র: নৈতিকতা ও মানবিকতার গাছ

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
৩.১ নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	**08.03.01.04** শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ জীবনে চর্চা করছে।	শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলি তার শিখন পরিবেশে চর্চা করেছে।	শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলি নিকট পরিবেশে চর্চা করেছে।	শিক্ষার্থী নৈতিক গুণাবলি যেকোনো পরিবেশে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে চর্চা করেছে।	তৃতীয় অধ্যায়ের সেশন ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৭ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী কীভাবে শিখন পরিবেশে নৈতিক আচরণ চর্চা করা যায় তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী কীভাবে নিজ পরিবেশে নৈতিক আচরণ চর্চা করা যায় তা তালিকা তৈরি, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী কীভাবে নিজ পরিবেশে নৈতিক আচরণ চর্চা করা যায় তা মানবিকতার গাছ তৈরি, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মীয় সম্প্রীতি

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাঃ ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

বিষয়বস্তু: ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো.. ... বসবাস করব। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ৫৩-৫৪)

সেশন-১

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।
এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসম্পর্কের ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকলে তারা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সুসম্পর্কের অভিনয় করবে। ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী না থাকলে মুসলমান শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় করবে। তারা একে অন্যকে সহযোগিতা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ও অংশগ্রহণ করা, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, অন্য ধর্মের প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া, বিপদ-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি এক বা একাধিক বিষয়ে ভূমিকাভিনয় করবে।

লক্ষণীয় যে, দল গঠনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। কোনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী (দৃষ্টি/শ্রবণ/বাক/বুদ্ধি প্রতিবন্ধী) থাকলে তাদেরকেও দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদেরকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সামাজিক অবস্থান, বর্ণ ও শারীরিক দুর্বলতা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দল গঠন করতে হবে।

শিক্ষক এরপর শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কিত যে সকল বিষয়ে অভিনয় করেছে সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন কাজটি সঠিক করেছে ও কোন কাজটি ভুল করেছে এবং আরও কী করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও দলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ৫৩) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের চিন্তাভাবনাকে মিলিয়ে দেখতে বা তুলনা করতে বলবেন। সহায়ক উপকরণ হিসেবে ভিন্ন ধর্মের মানুষের ধর্মীয় সম্প্রীতি সর্ম্পকিত ছবি/ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পাঠ্যপুস্তক, ছবি ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য আলোচনা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

লক্ষণীয় যে, ছবি/ডিজিটাল কনটেন্ট ইত্যাদি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শ্রেণিতে কোনো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে তাকে অন্য একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে জোড়ায় কাজ করতে দিবেন এবং উক্ত শিক্ষার্থীকে বলবেন যাতে করে সে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিতে সহায়তা করে। লক্ষ রাখতে হবে কোনোভাবেই কোনো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নিজেকে যেন অপারগ মনে না করে। সেশনের শেষে শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কিত আরও তথ্য জেনে আসবে।

সেশন- ২

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

সেশনের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত সেশনে দেওয়া বাড়ির কাজ, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলবেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারেন–

- কী কী কাজের মাধ্যমে তোমরা অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পার?

উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করতে বলবেন।

শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন। ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

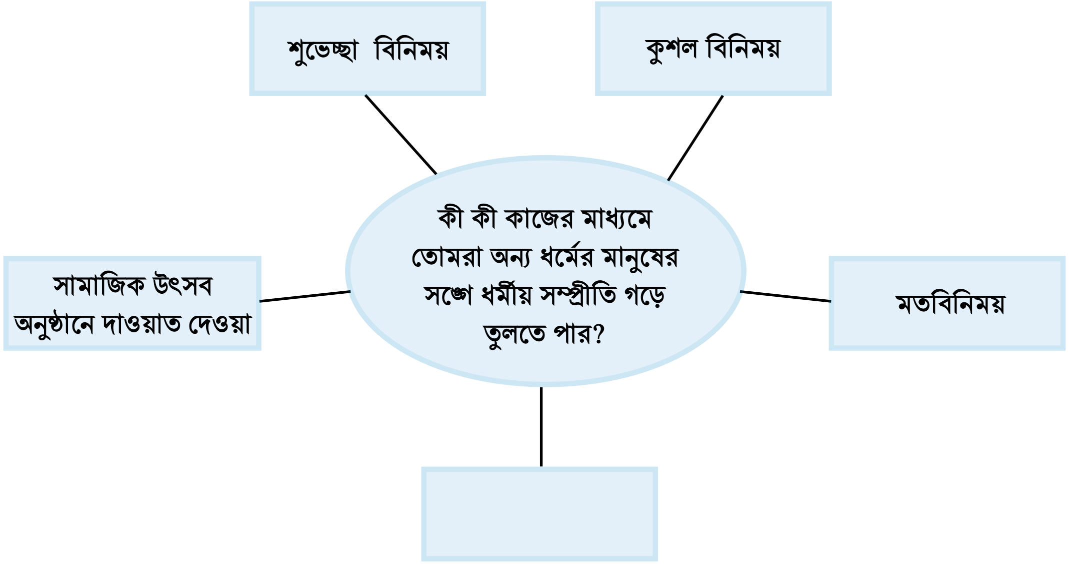

লক্ষণীয় যে, শিক্ষক তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। কোনো শিক্ষার্থী না পারলে তিনি উত্তর বলে না দিয়ে তাকে সহপাঠীদের সহায়তা নিতে বলবেন। সে যেন কোনোভাবেই নিজেকে অবহেলিত, কম মেধাসম্পন্ন বা পিছিয়ে পড়া না মনে করে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন।

শ্রেণিকক্ষে যদি এমন শিক্ষার্থী থাকে যে মৌখিকভাবে উত্তর দিতে সক্ষম নয় তবে শিক্ষক তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করবেন। যেমন- ইশারা, লিখিত বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা। যাতে সকল শিক্ষার্থী সমভাবে উত্তর দিতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে শিক্ষার্থীরা তাদের ভিন্ন ধর্মের সহপাঠীদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সম্প্রীতি সমাবেশ করবে। এতে তারা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে একে অন্যের খোঁজখবর নিবে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে একে অপরকে আমন্ত্রণ জানাবে।

পাঠ- ২

ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ

বিষয়বস্তু: আমাদের চারপাশে.. ... প্রতিষ্ঠা করব। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ৫৫-৫৬)

সেশন-৩

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন। সম্ভব হলে শিক্ষক বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহনশীল আচরণ সম্পর্কিত ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কোনো সহনশীল আচরণ করেছে কি না। যেমন– তাদেরকে নিজেদের ধর্ম, উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করতে দেওয়া, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি সহনশীল আচরণগুলো করার অভিজ্ঞতা আছে কি না।

এক্ষেত্রে প্রথমে তিনি জেনে নেবেন শ্রেণিতে ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী আছে কি না? ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী থাকলে তার প্রতি অন্য শিক্ষার্থীরা কেমন আচরণ করে এই অভিজ্ঞতা শিক্ষক কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। যেমন–

- শ্রেণিকক্ষের বাইরে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে তোমরা কেমন আচরণ করো?
- অন্য ধর্মের মানুষকে কখনো সাহায্য করেছ?
- তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিয়েছ?

শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

শিক্ষক এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় যে সকল আচরণ সম্পর্কে লিখেছে সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ লেখা শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা শেষ হয়ে গেলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের দলের প্রত্যেক সদস্যের লেখাগুলো পর্যালোচনা করবে। তারা কোন কাজটি সঠিক করেছে ও কোন কাজটি ভুল করেছে এবং আরও কী করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দলগতভাবে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৫৫-৫৬) পড়তে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উপস্থাপিত তালিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ সম্পর্কিত ছবি/ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন।

অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক, ছবি ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দলগতভাবে তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক বিভিন্ন দলের তালিকা উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন–

- তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কী কী সহনশীল আচরণ করতে পার?

উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করতে বলবেন।
শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন । ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

	তাদেরকে নিজেদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া
	তাদের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করতে দেওয়া
	তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা
	তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা

লক্ষণীয় যে, শিক্ষক তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। কোনো শিক্ষার্থী না পারলে তিনি উত্তর বলে না দিয়ে তাকে সহপাঠীদের সহায়তা নিতে বলবেন। সে যেন কোনোভাবেই নিজেকে অবহেলিত, কম মেধাসম্পন্ন বা পিছিয়ে পড়া না মনে করে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। তালিকা প্রস্তুতের পর শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কিছু সহনশীল আচরণ যেমন– তাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেওয়া, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদির ভুমিকাভিনয় করতে বলবেন।

শিক্ষার্থীদের জীবনে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহনশীল আচরণ সম্পর্কিত কোনো বাস্তব ঘটনা থাকলে তা বলতে বলবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

বাড়ির কাজঃ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের আশপাশের মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে কাজটি করতে পারবে। তারা এ বিষয়ে তাদের পরিবারে র সদস্য, পাড়া-প্রতিবেশি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনসহ অন্য যে কারো কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্য ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা আরও তথ্য সংগ্রহ করে আসবে এবং পরবর্তি ক্লাসে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ- ৩

ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল আচরণ

বিষয়বস্তু: আমাদের চারপাশে.. ... কাজ করব না। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ৫৭-৫৮)

সেশন ৪

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কোনো শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ যেমন– তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি করার অভিজ্ঞতা আছে কি না। শিক্ষক কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের এ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলতে পারেন। যেমন–

- তোমরা কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছ?
- করে থাকলে কিভাবে করেছ?
- তারা খুশি হয়েছে কি?
- কী কী কাজ করে তোমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পার?

এরপর শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে যে সকল উত্তর দিয়েছে শিক্ষক সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন আচরণটি সঠিক বলেছে ও কোন আচরণটি ভুল বলেছে এবং আরও কী কী আচরণ করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আলোচনার সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক তাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং-৫৭) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে লেখা পোস্টার/ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য আলোচনা-পর্যালোচনা করে কি কি কাজ করে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে সে সম্পর্কে তালিকা করবে।

শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের তালিকা করতে সহায়তা দিতে পারেন।

- কী কী কাজ করে তোমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে?

উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করতে বলবেন।
শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন। ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

	আমরা সকল ধর্মের মানুষকে সম্মান করব।
	তাদেরকে মর্যাদা দিব।
	তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিব।
	তাদেরকে সহানুভূতি দেখাব।
	সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করব।
	তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ করব না।
	অন্য করণীয়
	অন্য করণীয়
	অন্য করণীয়

অবশেষে শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সম্পর্কে মহানবী (স.)-এর জীবনের ঘটনা গল্প আকারে বলবে।

মহানবী (স.)-এর এ সম্পর্কিত শিক্ষা নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করার ভূমিকাভিনয় করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

পাঠ- ৪
ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ

বিষয়বস্তু: আমাদের চারপাশে.. ... সহযোগিতা করব। (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ৫৯)

সেশন-৫
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করেছে কি না। যেমন– তাদের সহযোগিতা করা, তারা অসুস্থ হলে খোঁজখবর নেওয়া, বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করা, অভাবগ্রস্ত হলে দান করা ইত্যাদি সহযোগিতামূলক আচরণ করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা।

শিক্ষক কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলতে পারেন। যেমন–
- তোমাদের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষদের মধ্যে কোন কোন ধর্মের মানুষ রয়েছে?
- তোমরা কখনো তাদের সহযোগিতা করেছ?
- করে থাকলে কীভাবে করেছ?
- তারা খুশি হয়েছে কি?
- কী কী কাজ করে তোমরা তাদের সহযোগিতা করতে পার?

শিক্ষার্থীরা যে সকল উত্তর দিয়েছে শিক্ষক সে সম্পর্কে কিছু সময়ের জন্য তাদের চিন্তাভাবনা করতে বলবেন। তারা কোন আচরণটি সঠিক বলেছে ও কোন আচরণটি ভুল বলেছে এবং আরও কী কী আচরণ করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে ও আলোচনা করবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে আলোচনা শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের আলোচনার সূত্র ধরে তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষক তাদের আরও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একক কাজ হিসেবে পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং- ৫৯) পড়তে বলবেন এবং এর সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে বের করতে বলবেন। শিক্ষক সম্ভব হলে সহায়ক উপকরণ হিসেবে সহযোগিতামূলক আচরণ সম্পর্কিত পোস্টার/ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করিয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন।

এরপর তিনি নিম্নরূপ প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কিত আচরণের তালিকা করতে সহায়তা দিতে পারেন।
- কী কী কাজ করে তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বী সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে?

উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষক কিছুক্ষণ (৫-৭ সেকেন্ড) অপেক্ষা করতে বলবেন।
শিক্ষক নিম্নোক্ত গ্রাফিক সংগঠক ব্যবহার করে ব্ল্যাকবোর্ডে/হোয়াইটবোর্ডে (মাইন্ড ম্যাপিং/ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতির মাধ্যমে) শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো লিখবেন। ভুল উত্তর দিলে তাও লিখবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা [ফিডব্যাক] দিবেন।

সহযোগিতামূলক আচরণ

- আমরা তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলব।
- তারা অসুস্থ হলে খোঁজখবর নিব।
- তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দিব।
- ... ...
- ... ...

অবশেষে শিক্ষার্থীরা অন্য ধর্মের সহপাঠী, প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষের প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করবে তা ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। সম্ভব হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্য ধর্মের দরিদ্র সহপাঠীদের সহযোগিতার জন্য প্রকল্প পরিচালনা করতে বলবেন। এজন্য নিচের ছকে পরিকল্পনা করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

যে কাজ করতে চাই	যেভাবে কাজটি করতে চাই

কে কোন দায়িত্ব পালন করবে

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
৪.১ ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।	**08.03.01.06** ইসলাম ধর্মের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে অন্য ধর্মের সহপাঠীর সঙ্গে সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ করেছে।	শিক্ষার্থী পারিপার্শ্বিক পরিবেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ করছে।	চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠ-১, পাঠ-২, পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণসমূহ তালিকা তৈরির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণসমূহ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণসমূহ আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে।	

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
১	১	৪

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারা।

১টি সেশন	সক্রিয় পরীক্ষণ
মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবজগতের নির্ভরশীলতার একটি ছবি আঁকা।	
প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার অনুশীলন করা।	

১টি সেশন	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
প্রকৃতি ও জীবজগতের উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করে ধারণা ও অভিজ্ঞতা জানা।	

১টি সেশন	বিমূর্ত ধারণায়ন
শিক্ষার্থীদের উত্তর, আলোচনা ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারা।	

১টি সেশন	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে দলে তালিকা তৈরি করা।	

পাঠ-১

প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়

সেশন-১

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রকৃতি ও জীবজগৎ নিয়ে অভিজ্ঞতা শুনবেন। কিছু সময়ের জন্য বাইরের পার্শ্ববর্তী প্রকৃতি ও জীবজগতের উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে দরজা/জানালা দিয়ে দেখতে বলবেন। দেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করবেন তারা কে, কী দেখেছে। তাদের উত্তর শুনবেন।

এবার শিক্ষার্থীদের ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। দলে আলোচনা করে তারা যেসব বিষয় দেখেছে তার ভিত্তিতে প্রকৃতি থেকে আমরা কী কী পাই এবং জীবজগৎ থেকে আমরা কী কী পাই তা চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। কাজটির জন্য ৫-৬ মিনিট সময় দিবেন। শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করবে এবং সে অনুযায়ী তালিকা তৈরি করবে। কাজের সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন/ফিডব্যাক দিবেন।

তালিকা তৈরি হয়ে গেলে প্রত্যেক দলকে একে একে তাদের তালিকা উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্য দলের সদস্যদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন এবং উপস্থাপনের পর কোনো প্রশ্ন বা ফিডব্যাক থাকলে তা দিতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও ফিডব্যাক দিবেন।

এরপর শিক্ষক প্রকৃতি ও জীবজগৎ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবনা আরও সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। এজন্য শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবই থেকে ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা পড়তে বলবেন। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে তাদের পূর্বে তৈরিকৃত তালিকা মিলিয়ে দেখে তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নিচের ছক অনুযায়ী তাদের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান চিহ্নিত করে তা আলাদাভাবে লিখতে বলবেন। কাজটি তারা এককভাবে করবে।

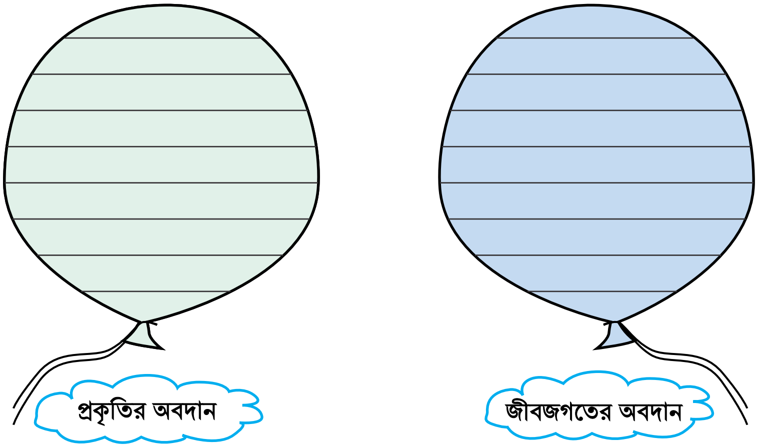

কাজটি করার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। ছকটি তৈরি হয়ে গেলে ৩/৪ জনের কাজ ক্লাসে উপস্থাপন করতে বলবেন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পাঠ-২

মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক

সেশন-২

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে, প্রকৃতি ও জীবজগৎ আমাদের কোন কোন উপকারে আসে? এগুলোর কোনোটি না থাকলে আমাদের কী কী অসুবিধা হতো? এ বিষয়ে ১-২ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। এরপর তাদের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষ কীভাবে প্রকৃতি ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল তা আলোচনা করে লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। লেখা শেষে দলগুলোকে তাদের লেখা উপস্থাপন করতে বলবেন। একদলের উপস্থাপনের শেষে অন্যদলের সদস্যদের কোনো ফিডব্যাক/মতামত থাকলে দিতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও ফিডব্যাক/মতামত দিতে পারেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তু (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৬৫-৬৬) পড়তে বলবেন এবং সংশ্লিষ্ট ছবি দেখে নিজেদের চিন্তাভাবনাকে মিলিয়ে দেখতে বা তুলনা করতে বলবেন।

পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের ভিত্তিতে তারা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবজগতের সম্পর্ক এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবে এবং এ বিষয়ে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবে। এক্ষেত্রে পূর্বে দলে করা কাজটি মিলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে বলবেন।

শিক্ষার্থীদের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবজগতের নির্ভরশীলতার একটি ছবি এঁকে দেখাতে বলবেন। ছবি আঁকা শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের ছবি ক্লাসে প্রদর্শন করবে এবং একে অন্যের ছবি ঘুরে ঘুরে দেখবে। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

পাঠ-৩

জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ

সেশন-৩

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ছবিটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন। তারপর তাদের কয়েকজনকে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর পরিচর্যা ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলবেন। এজন্য তাদের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। যেমন– কেউ পশুপাখির যত্ন, কেউ গাছপালার যত্ন, কেউ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অভিনয় করবে। অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য ২-৩ মিনিট সময় দিবেন। এরপর একে একে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলবেন। অন্যদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন।

ভূমিকাভিনয় শেষে তাদের ধন্যবাদ দিবেন এবং ভূমিকাভিনয় বিষয়ে তাদের কোনো মতামত থাকলে তাও বলতে বলবেন। এরপর অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা কীভাবে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর যত্ন ও পরিচর্যা করে। এবিষয়ে তাদের মতামত শুনবেন।

তারপর শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেন মানুষের প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন এবং কীভাবে তারা প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নিতে পারে তা আলোচনা করে লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। লেখা শেষে দলগুলোকে তাদের লেখা উপস্থাপন করতে বলবেন। একদলের উপস্থাপনের শেষে অন্যদলের সদস্যদের কোনো ফিডব্যাক/মতামত থাকলে দিতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও ফিডব্যাক/মতামত দিতে পারেন।

সেশন-৪

প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। কাজটি পূর্বের দলে করতে বলবেন। এজন্য শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৬৮ ও ৬৯ নং পৃষ্ঠা পড়তে বলবেন। প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব এবং যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কিত তথ্য পাঠ্যবই থেকে খুঁজে বের করতে বলবেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাদেরকে পূর্বের তালিকা হালনাগাদ করতে বলবেন। তথ্যগুলো খুঁজে তাদের খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। কারও কোনো সমস্যা হলে সহায়তা করবেন।

এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার অনুশীলন করাবেন। বিদ্যালয়ের সামনে গাছ/বাগান থাকলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে নিড়ানির সাহায্যে তা পরিষ্কার এবং তাতে পানি দেওয়ার কাজটি করাবেন। যদি বিদ্যালয়ের আশপাশে গাছ/বাগান না থাকে তাহলে শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয়ের আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাবেন এবং ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে বলবেন। সবাইকে দিয়ে এই অনুশীলন করাবেন। এরপর কাজ শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** এই কাজটির জন্য পাঠের আগের দিন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন। এছাড়া প্রয়োজনীয় উপকরণ/সরঞ্জাম যোগাড় করে রাখবেন।]

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
		ভালো	খুব ভালো	উত্তম	
৫.১ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারা।	08.03.01.07 শিক্ষার্থী মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি যত্নশীল আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী নিকট পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী স্বপ্রণোদিত হয়ে যেকোনো পরিবেশে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করছে।	পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠ-১, পাঠ-২ ও পাঠ-৩ এর কাজগুলো
		যে বিষয় বিবেচনা করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা যেতে পারে			
		শিক্ষার্থী প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়, এদের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের পরিচর্যা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো ভূমিকাভিনয়, তালিকা তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়, এদের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের পরিচর্যা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়, এদের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের পরিচর্যা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়ার উপায়গুলো নিজ জীবনে কীভাবে চর্চা করা যায় তা ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেছে।	

সমাপ্ত